# গোসল করায় ধর্ষণের আলামত নষ্টের কথা বলে মামলা নেননি ওসি



ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বাকেরগঞ্জে বিয়ের মাত্র ১৬-১৭ দিনের মাথায় ১৭ বছর বয়সী এক নববধূ সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তার স্বামীর সৎভাই ও এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ওই নারী। বিচার চাইতে থানায় গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন মামলা না নিয়ে উল্টো ভয়ভীতি দেখিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে ওসির দাবি, লিখিত অভিযোগ না দিয়েই ভুক্তভোগী ও তার স্বজনেরা থানা থেকে চলে যান।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ অক্টোবর রাতে উপজেলার পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের আড়াইবেকী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা হলেন মো. ইমরান প্যাদা (৩৮) ও রাকিব প্যাদা (২৬)। ইমরান ওই নারীর স্বামীর সৎভাই এবং রাকিব তার চাচাশ্বশুর। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, নতুন পোশাক কিনে দেওয়ার কথা বলে ইমরান তাকে বাজারে নিয়ে যান। রাতে বাড়ি ফেরার পথে ইমরান ও রাকিব তাকে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে গত ২৩ অক্টোবর বরিশাল জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে লিখিত অভিযোগ করেন ওই নারী। পরে লিগ্যাল এইড অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে তিনি বাকেরগঞ্জ থানায় যান।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ওসি আদিল হোসেনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি মামলা না নিয়ে তাকে ভয়ভীতি দেখান। এ সময় ওসি বলেন, ধর্ষণের কোনো প্রমাণ নেই এবং গোসল করায় আলামত নষ্ট হয়ে গেছে। অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে তারই সাত বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। অভিযুক্ত ইমরানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তার সঙ্গে উপহাস করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ওই নারী।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওসি আদিল হোসেন। তিনি বলেন, দু-এক দিন আগে ওই নারী তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসেছিলেন। তারা ধর্ষণের কোনো আলামত দেখাতে পারেননি। লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হলে কিছুক্ষণ পর জানাবেন বলে তারা থানা থেকে চলে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ইমরান ও রাকিব পলাতক রয়েছেন। তাদের বক্তব্য জানতে বাড়িতে গিয়েও পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভোগীর স্বামী জীবন প্যাদা, শ্বশুর সুলতান প্যাদা ও শাশুড়ি ফাতেমা বেগম অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন।

পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাসুদ হাসান বলেন, বিচার চাইতে থানায় যাওয়া একজন নারী যদি সুরক্ষার পরিবর্তে ভয়ভীতির শিকার হন, তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের পাশাপাশি ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে বরিশালের পুলিশ সুপার এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা না নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ওসি মামলা না নিয়ে থাকলে কিংবা ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকলে বিষয়টি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।